সংবাদ

তারিখ ... 03 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

ঢাবিতে ভর্তি পরীক্ষা জালিয়াতির অভিযুক্ত দুই শিক্ষার্থীর পুনঃপরীক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটের ২০১৬-১৭ সেশনে সম্মান প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত দুই শিক্ষার্থীকে পুনরায় যাচাই করার জন্য তাদের এমসিকিউ পরীক্ষা নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এতে তারা অনেক কম নম্বর পেয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন। গতকাল সকালে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিসে মৌখিক পরীক্ষা (ভাইবা) দিতে আসলে তাদের এমসিকিউ পরীক্ষা নেয়া হয়। অভিযুক্তরা হলেন- মেধা তালিকায় ৫ম স্থানে থাকা তাজরীন আহমেদ খান ও ৭৮তম নূর মাহফুজা দৃষ্টি। এই দুই শিক্ষার্থীর জালিয়াতি নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরই কর্তৃপক্ষ এ পদক্ষেপ নেয়।

ডিন অফিস সূত্র জানায়, এ দুই শিক্ষার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে আসলে জালিয়াতিতে অভিযুক্ত তাজরীনকে নতুন করে প্রণীত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে বলা হয়। শুধুমাত্র বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়। প্রতি বিষয়ে ২৫টি করে সর্বমোট ৫০টি প্রশ্ন দেয়া ছিল। প্রত্যেক প্রশ্নের মান ১.২০ করে সর্বমোট মান ৬০ নম্বর। পরীক্ষার ওএমআর শিটে নেয়া উত্তরপত্র মূল্যায়নে দেখা যায় তাজরীন বাংলায় ১৭টি প্রশ্নের উত্তর ভরাট করেন। এর মধ্যে বাংলায় উত্তর সঠিক হয় ৯টি এবং ভুল হয় ৮টি। প্রাপ্ত নম্বর ৮ দশমিক ৪। অথচ মূল ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় সে পেয়েছিল ২৭ নম্বর। অন্যদিকে ইংরেজিতে ২৩টি প্রশ্নের উত্তর ভরাট করেন। এতে উত্তর সঠিক হয় ১৫টি ও ভুল হয় ৭টি। প্রাপ্ত নম্বর ১৫ দশমিক ৬। অথচ মূল ভর্তি পরীক্ষায় তিনি ২৪ পেয়েছিলেন।

অন্যদিকে অভিযুক্ত আরেকজন হচ্ছে মেধা তালিকায় ৭৮তম তাজরীনের আত্মীয় নূর মাহফুজা দৃষ্টি। একই প্রশ্নে তারও পরীক্ষা নেয়া হয়। কিন্তু মেধা তালিকায় অবস্থান করলেও এই শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় ফেল করেন। বাংলা অংশে ৩০ এর মধ্যে পেয়েছেন ৬ দশমিক ৬ ও ইংরেজি অংশে ৩০-এর মধ্যে পেয়েছেন ১১ দশমিক ৪ নম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, জালিয়াতি করে পার পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওদের মাধ্যমে পুরো চক্রকে আটক করার চেষ্টা করা হবে বলেও জানান তিনি। গত ২৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার দিনই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছিল। পরীক্ষা শুরুর আগে ও পরীক্ষা চলাকালীন অনলাইনের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ পাওয়া যায় জালিয়াতির অভিযোগে আটক শিক্ষার্থীদের মোবাইল থেকে। পরবর্তীতে নয় লাখ টাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) 'ঘ' ইউনিটে মেধা তালিকায় ৫ম স্থান অর্জন করার অভিযোগ উঠে তাজরীন ও তার পরিবার এবং মাহফুজার বিরুদ্ধে।